দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এইচএসসি ও কামিলে ৩শ' পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

ইনকিলাব রিপোর্ট : সারাদেশে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একযোগে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজী দ্বিতীয় (আবশ্যক) পত্র, এইচএসসি ভোকেশনালে অফিস ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিষয় এবং কামিলের বুখারী শরীফ, কাশশাফ ও আরবী সাহিত্য পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২৮১ জন পরীক্ষার্থী, একজন শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছে। তবে এ সংখ্যা প্রায় ৩শ' হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় ১৭৪ জন পরীক্ষার্থী ও একজন শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষা ৮-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

এইচএসসি ও কামিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত কামিলের ৩টি বিষয়ের প্রথম দিনের পরীক্ষায় ১৮ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত অফিস ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিষয়ের পরীক্ষায় ৮৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন অতিমাত্রায় কঠিন হয়েছে অভিযোগ করে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা দুপুরে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের কোন অঞ্চলে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। ৯টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ৮টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেলেও কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে। ইনকিলাবের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক, ব্যুরো অফিস ও জেলা প্রতিনিধিবৃন্দ এসব খবর পাঠিয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে বহিষ্কার হয়েছে ৩৪ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৯ জন বহিষ্কার হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এছাড়া গাজীপুর, টাঙ্গাইল জেলা থেকে বহিষ্কার হয়েছে ৫ জন করে পরীক্ষার্থী। তবে ঢাকা মহানগরী এলাকা বা ঢাকা জেলার কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায়নি।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজী পরীক্ষা অতিমাত্রায় কঠিন হয়েছে মর্মে পরীক্ষা শেষে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। তারা মিছিল নিয়ে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিস ঘেরাও করে চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল আনোয়ারুল ইসলামের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সকল পরীক্ষার্থীকে এ বিষয়ে ২০% গ্রেস নম্বর প্রদানের দাবী জানায়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় এ বোর্ড থেকে বহিষ্কার হয়েছে ২৪ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে বরিশাল থেকে ৮ জন, ভোলা থেকে ৭ জন ও ঝালকাঠী থেকে ৪ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে মোট ৫ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৩ জন সিলেট ও ২ জন মৌলভীবাজার জেলা থেকে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজী পরীক্ষায় মোট বহিষ্কার হয়েছে ১৮ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এছাড়া যশোর ও খুলনা জেলা থেকে বহিষ্কার হয়েছে ৩ জন করে পরীক্ষার্থী।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে মোট ১৩ জন পরীক্ষার্থী।

কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে মোট ১০ জন। এর মধ্যে নোয়াখালী জেলা থেকে ৫ জন, ফেনী থেকে ৩ জন ও চাঁদপুর জেলা থেকে ২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে।

ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী বহিষ্কার হয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডের কয়েকটি কেন্দ্রে অতীতের ন্যায় গণহারে নকল ও উত্তরপত্র পাল্টে ফেলার ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা গেছে। এ বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৭০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে বগুড়া জেলার হিসাব ছাড়াই। যার মধ্যে কেবল কুড়িগ্রামের রাজারহাট মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক হারে নকল ও খাতা বদলানোর ঘটনা হাতেনাতে ধরে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করা হয়েছে ২৪ জন। পরীক্ষকের উপস্থিতিতে একটি কক্ষের পরীক্ষার্থীরা ওএমআর ফর্মের ভেতরের কাগজ পাল্টে ফেলার ঘটনা দেখতে পেয়ে জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ওই শিক্ষক/পরিদর্শককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করেছেন। পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন একজন পরীক্ষার্থীকে। এছাড়া এ বোর্ডের অধীনস্থ লালমনিরহাট জেলা থেকে ৯ জন, পাবনা থেকে ৭ জন এবং রাজশাহী থেকে ৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বলে জানা গেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের পরীক্ষায় সর্বমোট ১৮ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৮ জনই বহিষ্কার হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এবার সারাদেশের আলিম মাদ্রাসা থেকে সর্বমোট ৮ হাজার ১৯৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। দেশের ১৩১টি কেন্দ্রে আলিম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত অফিস ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিষয়ের পরীক্ষায় সারাদেশের ৩৯৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৮৯টি কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ৮৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে।